বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে নির্দিষ্ট আধিকারিকদের জন্য বাল্য বিবাহ ও পণ প্রথা প্রতিরোধের কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত নির্দেশিকা

unicef | for every child

পটভূমি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা রাজ্যে বাল্য বিবাহ ও পণ প্রথা বন্ধ করতে বিভিন্ন অংশীদারদের জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হল সমাজ কল্যাণ বিভাগের সমস্ত আধিকারিকদের জন্য অনুরুপ ও সর্বজন স্বীকৃত হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়া প্রদান করা।আশা করা হচ্ছে যে বাল্য বিবাহ ও পণ আদান প্রদানের কথা জানতে পারলে, তাতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তা বন্ধ করার জন্য এই নির্দেশিকার ব্যবহার করা হবে।এই পুস্তিকা আধিকারিকদের নিজ নিজ পরিস্থিতিতে বাল্য বিবাহ ও পণ প্রথার প্রধান কারণগুলি খুঁজে বের করতে সহযোগীতা করবে।

সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি-শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ, মহিলা ও প্রভাবশালী নেতা -সবাই বাল্য বিবাহ ও পণ প্রথা বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে।আমাদের ওনাদের কাছে পৌঁছে বাল্য বিবাহ ও পণ প্রথার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সবাইকে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে, এবং ওনাদের এইসব কুপ্রথা প্রতিহত করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক (DCPO) ও শিশুকল্যাণ সমিতির পক্ষে নিজেদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতার সাহায্যে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশে গিয়ে বাল্য বিবাহ এবং পণ প্রথার কুপ্রভাব ও এই প্রথাগুলির সাথে সম্পর্কিত আইন ও প্রকল্পের কথা প্রচার করা অনেক সহজ হবে।

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিক

বাল্যবিবাহ: ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়ে ও ২১ বছরের কম বয়সি ছেলের বিয়ে শুধুমাত্র যে বেআইনী (বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ, ২০০৬ আইন অনুসারে) তা নয়, এর ফলে মানুষ নিজের মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। এর ফলে কিশোর কিশোরীদের (বিশেষত কিশোরীদের) সমস্ত প্রকার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আইন, ২০০৬ (PCMA), বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিকদের নিযুক্তির শর্ত প্রদান করে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা ও অভিযোগের নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া ও উপায় প্রদান করে।

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিক হিসাবে আপনি আপনার জেলাকে বাল্য বিবাহ মুক্ত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধক গতিবিধি/কার্যক্রম:

- সিএমপিও এর বাল্য বিবাহ সংঘটিত হবার পূর্বে তাতে হস্তক্ষেপ করার এবং বাল্য বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবার পরে বালক বালিকার তরফ থেকে আদালতে আবেদন করার অধিকার আছে।
- যে সব স্থানে বাল্য বিবাহ হবার সম্ভাবনা আছে, সেই সব স্থানগুলির একটি তালিকা বানাতে হবে এবং বিবাহের সময়ে সেখানে পুলিশের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ছেলে মেয়েদের বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সচেতন করতে প্রথমে তাদের সাথে কথা বলতে হবে ও বাল্য বিবাহের ফলে তাদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে তাদের বোঝাতে হবে৷ বালক বালিকাদের এই পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে যে বিবাহ না করা তাদের অধিকার।
- মাতা পিতাকে বাল্য বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বোঝাতে হবে ও তাদের এই কাজ থেকে প্রতিহত করতে স্থানীয় নেতা শিক্ষক,সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারী, স্থানীয় বেসরকারি সংগঠনের সাহায্য নিতে হবে৷ তাদের সাথে মাসে একবার সাক্ষাৎ করতে হবে ও আলোচনা করতে হবে৷পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যদের সাথে এই ব্যাপারে প্রতি মাসে আলোচনা করতে হবে ও তার রিপোর্ট করতে হবে৷
- সিএমপিও হবার সুবাদে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের দ্বারা তাদের এলাকায় সংঘটিত বাল্য বিবাহের নিবন্ধীকরণ করাতে হবে এবং সুনিশ্চিত করতে হবে যে এই নিবন্ধীকরণের সাথে বর ও বধূর বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে জন্মের শংসাপত্র , স্কুল ছাড়ার শংসাপত্র, আধার কার্ড, মেডিকেল বোর্ডের দেওয়া প্রমাণপত্র ইত্যাদির প্রতিলিপি যেন সংযুক্ত থাকে৷এই সমস্ত নথি যেন সমস্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা পঞ্চায়েত প্রধানের দ্বারা সত্যায়িত করা থাকে৷

সমস্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) স্থানীয় স্কুল ইন্সপেক্টরকে সেই সব শিশুদের তালিকা বানাতে নির্দেশ দিতে পারেন যাদের বাল্য বিবাহ হবার ঝুঁকি বেশি।

তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ: যদি বাল্য বিবাহ সংঘটিত হয়:

- যদি অদূর ভবিষ্যতে কোন বাল্য বিবাহ সংঘটিত হবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে পাত্র পাত্রী উভয়ের বাড়ি গিয়ে তাদের পিতা মাতাকে বোঝাতে হবে যে বাল্য বিবাহ হল দণ্ডনীয় অপরাধ ও পাত্র পাত্রীকে বিয়ে না করার পরামর্শ দিতে হবে৷

- অভিভাবক, আত্মীয় পরিজন ও সম্প্রদায়ের বয়োজেষ্ঠ লোকেদের বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য বোঝাতে হবে ও তাদের সচেতন করতে হবে।তাদের বলতে হবে তারা যেন বাল্য বিবাহ হতে না দেয়।

- পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে ও পুলিশের সহযোগীতায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করাতে হবে। পুলিশের কাছে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫১ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার অধিকার আছে।

- যদি পাত্র পাত্রীর পিতা মাতা বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে রাজি না হয় তাহলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হবে ও বাল্য বিবাহ বন্ধ করার অনুমতির জন্য ১৩ নম্বর ধারার অধীনে আবেদন করতে হবে।

- বিবাহের প্রমাণসমূহ (ছবি, আমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের জন্য খরচের রসিদ ইত্যাদি) একত্রিত করতে হবে।

- যে সমস্ত ব্যক্তি বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা ও আয়োজন করার, সহযোগীতা করার, উৎসাহ দেওয়া ও যোগদানের জন্য দায়ী, তাদের তালিকা তৈরী করতে হবে।

- যদি ছেলে বা মেয়েকে বিবাহের জন্য জোর করা হয়,হুমকি দেওয়া হয় বা তাদের ছলনা করার চেষ্টা করা হয় অথবা বালক বা বালিকার জীবনের ঝুঁকি থাকে তাহলে তাদের সহযোগীতা করতে বা তাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে তাকে তাৎক্ষণিক শিশুকল্যাণ সমিতির সামনে উপস্থিত করতে হবে।

- যেখানে শিশু কল্যাণ সমিতি নেই, সেখানে ছেলে বা মেয়েকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করার আগে অবধি এই সমস্ত ছেলে বা মেয়েদের সরকারি মান্যতা প্রাপ্ত বাচচাদের হোম, ড্রপ ইন সেন্টার বা অস্থায়ী হোমে রাখতে হবে।

- ছেলে বা মেয়েদের উদ্ধার করার পর, তাদের চিকিৎসা, আইনী সহযোগীতা, প্রাসঙ্গিক পরামর্শ ও পুর্নবাসন ইত্যাদি সর্বপ্রকারের সহযোগীতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

পুর্নবাসন প্রক্রিয়া- যদি বালক বালিকার বিবাহ পূর্বেই হয়ে গিয়ে থাকে:

- বিবাহের প্রমাণসমূহ (ছবি, আমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের জন্য খরচের রসিদ ইত্যাদি) একত্রিত করতে হবে। যে সমস্ত ব্যক্তি বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা ও আয়োজন করার, সহযোগীতা করার, উৎসাহ দেওয়া ও যোগদানের জন্য দায়ী, তাদের তালিকা তৈরী করতে হবে।
- পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হবে ও পুলিশের সহযোগীতায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করাতে হবে।
- মনে রাখতে হবে যে এই অপরাধে জড়িত মহিলারাও সমান অপরাধী, কিন্তু এই মামলায় মহিলাদের জেলে পাঠান যায় না।সেই কারণে যেখানে জরুরী সেখানেও মহিলাদের গ্রেফতার করা যায় না। মহিলাদের ওপর জরিমানা ধার্য করা হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র আদালত নিতে পারে।
- বালক বালিকাদের উদ্ধার করার পর সাথে সাথে অথবা ২৪ ঘন্টার ভেতরে কিশোর ন্যায়বিচার (যত্ন ও সুরক্ষা) জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রটেকশান অফ চিলড্রেন) অ্যাক্ট, ২০১৫ অনুসারে জেলা শিশু কল্যাণ সমিতির সামনে হাজির করতে হবে।
- এর আগে অবধি এই সমস্ত বালক বালিকাদের সরকারি মান্যতা প্রাপ্ত শিশুদের হোম, ড্রপ ইন সেন্টার বা অস্থায়ী হোমে রাখা যেতেপারে।
- যেখানে শিশুকল্যাণ সমিতি নেই, সেখানে বালক বালিকাদের সুরক্ষা, দেখাশোনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তাদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করতে হবে। কোন পরিস্থিতিতেই বালক বা বালিকাকে থানাতে রাখা চলবে না।
- এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে বালক বা বালিকাকে যাতে আলাদা আলাদা আধিকারিকদের কাছে বারবার বয়ান দিতে না হয়। যদি সম্ভব হয় তাহলে সাক্ষ্যপ্রদান ও প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশন একই দিনে করতে হবে।
- এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে বালিকার যেন কোন প্রকার অনৈতিক মেডিকেল বা স্ত্রী-রোগ সম্পর্কিত পরীক্ষা না হয় এবং তার কোন প্রকার পরীক্ষা -নিরীক্ষা তার পিতা মাতা, অভিভাবক বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনুমতি ও তার নিজের অনুমতিব্যতীত না হয়।

- বালক বালিকাদের উদ্ধার করার পর, তাদের চিকিৎসা,আইনী সহযোগীতা, পরামর্শ ও পুর্নবাসন ইত্যাদি সর্বপ্রকারের সহযোগীতা সুনিশ্চিত করতে হবে৷
- বাল্য বিবাহ আধিকারিকের কার্যক্রম রাজ্য সরকার পরীক্ষা করতে পারে৷ এই আধিকারীককে বুনিয়াদি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখার জন্য সক্রিয় ভাবে কাজ করতে হবে, তাহলেই বাল্য বিবাহের শিকার বালক বালিকাকে ন্যায় বিচার দেওয়া ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করা সম্ভব হবে৷ এই ধরণের মামলায় দ্রুত নিস্পত্তি করতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করা যেতে পারে৷ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সিএমপিও রাজ্য সরকারকে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের কথা বলতে পারে।
- যদি কোন বালক বা বালিকা নিজের পিতা মাতার সাথেই থাকে, তাহলে তাকে পরিদর্শন করতে তার বাড়িতে নিয়মিত যেতে হবে৷ বালক বা বালিকাদের কল্যাণের জন্য তাকে বাড়ি থেকে দূরে রাখা হল সর্বশেষ উপায়।
- যদি জরুরী হয়, বালক বা বালিকাদের পরবর্তীকালে সহযোগীতার জন্য স্থানীয় এনজিও বা সিবিও-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
- বালক বা বলিকাদের সাথে যদি অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে এই মামলায় এই ধারাগুলি কি তার নির্দেশ থাকলে ভালো হয়৷

পশ্চিমবঙ্গের বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ নিয়ম, ২০০৮ শুক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর,২০০৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ

৪১৬৩ নম্বর /তারিখ: ১১.১১.২০০৮ বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আইন ২০০৬ (২০০৭ এর ৬) ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতার নিষ্পন্ন করার মাধ্যমে গভর্নর এই নিয়মাবলী তৈরী করেছেন।

নিয়ম:

লঘু শীর্ষক, এবং প্রস্তাবনা:

- এই নিয়মাবলীকে পশ্চিমবঙ্গ বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আইন, ২০০৮ বলা হবে৷
- এই নিয়মগুলি রাজপত্রে প্রকাশিত হবার দিন থেকে কার্যকর হবে৷

পরিভাষা : এই নিয়মে যতক্ষণ না কোন অন্যথার প্রয়োজন হয়

- আইন মানে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আইন, ২০০৬ (২০০৭ এর ৬) বোঝায়।
- বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিক বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রণীত আইনের ১৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত হয়েছে। এবং যার উদ্দেশ্য হল ১৬ নম্বর ধারার অন্তর্গত উপধারা ৩-এ বর্ণিত কার্যগুলি সপন্ন করা৷
- রাজ্য সরকার বলতে বোঝায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ বিভাগ৷
- আদালত মানে আইনে উল্লিখিত জেলা আদালত বোঝায়৷
- পীড়িত ব্যক্তি বলতে বাল্য বিবাহের দুই পাত্র পাত্রীকে বোঝায়৷

- শিশু কল্যাণ সমিতি বলতে, কিশোর ন্যায় আইনের ২০০৬ (শিশুর যত্ন ও সংরক্ষণ) অধীনে গঠিত সমিতিকে বোঝায়।
- ফর্ম বলতে সেই সমস্ত ফর্মকে বোঝায় যেগুলি এই নিয়মের সাথে সংযুক্ত৷
- যে সব শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পরিভাষিত করা হয়নি, সেগুলির অর্থ এই আইনে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাই হবে৷

  ৫ নম্বর ধারার উপধারা (৪) অনুযায়ী ৪ নম্বর নিয়মের উপনিয়ম (২) এর মাধ্যমে কার্যকরী করা হবে৷

  আইনের ৭ নম্বর ধারার মাধ্যমে প্রদান করা আদেশের প্রতিলিপি বাল্য বিবাহের উভয়পক্ষ ও শিশু কল্যাণ সমিতিকে দেওয়া হবে৷
- বাল্য বিবাহের উৎসবের আয়োজনের খবর যে কোন ব্যক্তি বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিক, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, পুলিশ থানা ,গ্রাম প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে মৌখিক,লিখিত,ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দিতে পারে৷
- বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিক যদি অন্য কোন আধিকারিকের কাছে বাল্য বিবাহের উৎসবের আয়োজনের খবর পৌঁছায়, তাহলে তিনি বিশদ রিপোর্টের সাথে সেই সূচনা বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিককে দেবেন৷
- জেলা অধিকারী সমস্ত থানা বা যে কোন একটি থানাকে ধর্মীয় স্থানগুলিতে যেখানে বাল্য বিবাহ হবার সম্ভাবনা আছে সেই স্থানগুলিতে নজর রাখার আদেশ দিতে পারেন ,বিশেষত: যে স্থানগুলিতে গণ বাল্য বিবাহ আয়োজিত হতে পারে৷

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিককে প্রদত্ত সহায়তাঃ রাজ্য সরকার বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে ,যা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ পুলিশি সহায়তা যাতে তিনি তার কর্তব্য দক্ষতার সাথে পালন করতে পারেন৷

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিকের কর্তব্য

আইনের ১৬ নম্বর ধারারউপধারা (৩) এর অন্তর্গত এ থেকে এফ পর্যন্ত শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত কর্তব্যগুলি ব্যতীত বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিককে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করতে হবেঃ

- আইন অনুসারে পীড়িত ব্যক্তিকে, তার পরিজন ও তার সাহায্যকারী লোকজনকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।পীড়িত ব্যক্তি যাতে রাজ্যের আইনী সহায়তা ও সেবা এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগীতা পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- পীড়িত ব্যক্তিকে শেল্টার হোম সম্পর্কে সূচিত করতে হবে। যতদিন অবধি আদালতে মামলা চলবে, ততদিন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পীড়িত ব্যক্তির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে তাকে শেল্টার হোমে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আইন অনুসারে পীড়িত ব্যক্তিকে তার সাথে হওয়া অপরাধের আবেদনপত্র দাখিল করতে সাহায্য করতে হবে।
- বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত মামলার সমস্ত নথি, অভিযোগের বর্তমান অবস্থা ও মামলার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও নথি সংরক্ষণ করতে হবে।
- যদি পিড়ীত ব্যক্তি বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিকের কাছে পরামর্শ চায়, তাহলে তাকে উপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ দিতে হবে।
- মামলা চলাকালে জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট বা তার অধীনস্থ কোন কর্মচারীর কাছ থেকে উপযুক্ত সহায়তা চাইতে হবে।
- নিজের অধীনস্থ এলাকায় বাল্য বিবাহের আয়োজন হচ্ছে কিনা তা নজর রাখতে হবে এবং তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ও বাল্য বিবাহের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে সম্প্রদায়কে সচেতন করতে হবে।

অনৈতিক পাচার (নিষেধাজ্ঞা) আইন ১৯৫৬ (১৯৫৬ এর ১০৪) অনুসারে নিযুক্ত পুলিশ আধিকারিককে সূচিত করতে হবে যদি নাবালক ও নাবালিকা বিবাহের বিষয় উনি জানতে পারেন তাহলে নিম্নলিখিত খবর সংগ্রহ করতে হবে:

- নাবালিকার অভিভাবককে কি ভুল বুঝিয়ে মেয়েকে বিবাহের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে৷
- বিবাহের জন্য বলপূর্বক বাধ্য করা হয়েছে কিনা।
- কোন ছলনার মাধ্যমে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়েছে কিনা।
- বিবাহের জন্য মেয়েকে ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়েছে কিনা৷
- মেয়েকে বিবাহের সময় বা বিবাহের পরে কোন অনৈতিক উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়েছে কিনা৷

বাল্য বিবাহের কুপ্রথা সম্পর্কে লোকেদের সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলার জন্য

- সচেতনতা সভার আয়োজন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধরণের সভার আয়োজন করা৷
- স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করা৷

এই ধরণের মামলায় জেলা আধিকারিক, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নথি একটি ফাইলের মধ্যে সুরক্ষিত রাখতে হবে৷

কোন এক পক্ষ বা উভয়পক্ষের অনুরোধের ভিত্তিতে বিবাহের সময় দেওয়া নগদ টাকা ও উপহারের তালিকা বানাতে হবে এবং বিবাহ স্থগিত করার জন্য যখন আদালতে মামলা চলবে তখন তা পেশ করতে হবে৷

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিককের সহায়তা প্রদান: কোন পিড়ীত ব্যক্তি বা শিশু বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি বাল্য বিবাহ আইনের ৩ বা ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে চান ,তাহলে তিনি বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিককের কাছে সহায়তা চাইতে পারেন৷

বাল্য বিবাহের ঘটনা রিপোর্ট করা:

- কোন ব্যক্তির যদি ধারণা হয় যে বাল্য বিবাহ হয়ে গেছে, হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হতে পারে তাহলে সে মৌখিক, লিখিত, অথবা ই-মেলের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আধিকারিককে সূচিত করতে পারে।
- যদি কোন ব্যক্তি বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত কোন তথ্য বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিককে মৌখিক ভাবে প্রদান করে, তাহলে আধিকারিককে নিজে বা তার নির্দেশে তার অধীনস্থ কোন কর্মচারীকে তা লিখে নিতে হবে। সেই লিখিত নথি তথ্য প্রদানকারীকে পড়াতে হবে ও তার হস্তাক্ষর নিতে হবে।

জরুরী অবস্থায় বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিককের কর্তব্য: যদি বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিক কোন স্থানে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হচ্ছে বলে কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর পান এবং আদালত থেকে স্থগিতাদেশ আনার সময় না থাকে, তাহলে তাকে শীঘ্র জেলা আধিকারিককে সূচিত করতে হবে ও বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আইনের ১৩ নম্বর ধারার ৩ নম্বর উপধারা অনুযায়ী জেলা আধিকারিককে তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে এই বিবাহ বন্ধ করতে হবে।

পুলিশের সাথে যোগাযোগ: বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ আধিকারিক নির্দিষ্ট জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায়

- বাল্য বিবাহে জড়িত পক্ষকে, অভিভাবককে, পুরোহিত, মৌলভী ও অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে আদেশ দিতে পারেন।
- বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে স্থানীয় সমিতি যেমন পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
- আদালতের নির্দেশ জারি করতে পারেন।

গভর্নরের আদেশানুসারে
আর.টেম্পো
সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

The material has been adapted from UNICEF resources.

unicef | for every child